দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

..00067

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার্থীর মেধা

শিক্ষাই শক্তি। শিক্ষা মানুষের সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার বুদ্ধি যোগায়। সৎ শিক্ষা সম্পদ স্বরূপ। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ দেশ ও দশের সেবা করার সুযোগ পায়। অন্যদিকে অসৎ ও কুশিক্ষা মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের কবর রচনা করে।

আমাদের দেশে শিক্ষার্থীর মেধা মূল্যায়ন করা হচ্ছে পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে। উচ্চতর বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়াকেই মেধাবী বলে গ্রহণ করা হচ্ছে। অথচ আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা দ্বারা মেধা মূল্যায়ন কতটুকু সঠিক তা ভেবে দেখা হচ্ছে না। এ পদ্ধতিতে বছর কিংবা কোর্স শেষে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মেধা ও মননের যাচাই করা হচ্ছে। শিক্ষার্থী নিজ প্রতিভা বলে সৃজনশীল কোন ধারণা আয়ত্ব করতে পারলো কি পারলো না বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে যে কোন কারণে কোন বিষয়ে ফেল করলে তাকে পুনরায় সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়।

এক বিষয়ে খারাপ করার পরিণামে অন্য সকল বিষয়ে পরীক্ষা দেয়া পরীক্ষার্থীদের পক্ষে যে বিরাট বোঝা হিসেবে গণ্য হয় তা ভেবেই দেখা হচ্ছে না। ফলে পরীক্ষার্থীদের মনের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। পাশের আশায় সে তখন হন্যে হয়ে ওঠে। সৎ কিংবা অসৎ একটি পথে সে ধাবিত হতে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে সে নকলের মতো কাজে অগ্রসর হয়। এ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষার্থী যদি নকল করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় তাহলে তার মেধার মূল্যায়ন করা সম্ভব নয় তা সকলের কাছেই বোধগম্য। অন্যদিকে যে শিক্ষার্থী আপন প্রতিভা বলে লেখাপড়া শিখে নিম্নমানের ফলাফল লাভ করে তাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না।

অনেকেই বুঝেন না বা বুঝতে চান না যে— "পাস করা আর শিক্ষিত হওয়া এক কথা নয়।" শিক্ষা যদি মানুষের মনের সুপ্ত গুণাবলীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটাতে না পারে তাহলে তা কোন ক্রমেই প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা উচ্চতর ফলাফল লাভ করতে সক্ষম। কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম।

আসলে আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই বেশ ত্রুটিপূর্ণ। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে বিদ্যা গেলানো হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার্থী তা হজম করতে পারছে কিনা কিংবা হজম করার পরিবেশ আছে কিনা বিষয়টি ভেবে দেখা হচ্ছে না। মেধা, মনন ও বয়সের কথা বিবেচনা না করে বিদ্যাদান কোনক্রমেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আনয়ন করতে পারে না।

আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক আমলের। এ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল এদেশে এক শ্রেণীর কেরানী সৃষ্টি করা। দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। অথচ সেই শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও এদেশে কেরানীরই জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। এদেশে কেরানীর প্রয়োজন নেই এ কথা বলা যাবে না। তবে প্রশাসকেরও দরকার রয়েছে। অতএব এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা মেধা মূল্যায়ন প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিত সমাজে একটা শ্রেণীর সৃষ্টি করা।

সুশিক্ষিত ব্যক্তি সমাজ তথা দেশের সম্পদ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাম লিখিয়ে বই বগল দাবা করে যাতায়াত করলেই যে প্রকৃত ছাত্র হওয়া যায় এমন ধারণা আধুনিককালে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অধ্যয়ন কর্ম করবে ও পরীক্ষায় তা উদ্গীরণ করবে এটাই স্বাভাবিক ও মনোবিজ্ঞান সম্মত। অবশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত শিক্ষার্থীর জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করতে পারে এমনও নয়। কেন না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য পুস্তকের সাথে অন্যান্য জ্ঞান অর্জন সম্ভব। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিদ্যার্জনই শ্রেয়। আর এ ধরনের বিদ্যাকে মূল্যায়ন করে মেধা মূল্যায়ন করাই যথার্থ।

আমরা শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু মূল্যায়ন প্রত্যাশী। অতএব শিক্ষার্থীর মেধার মূল্যায়ন কালে আমাদের অবশ্যই শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও আবেগের কথাটা বিবেচনা করতে হবে। যখন আমরা এ দিকগুলো যথাযথ ভাবে মেনে চলবো তখনই মেধার সুষ্ঠু মূল্যায়ন সম্ভব হবে। এ জন্য সকলকেই ভূমিকা পালন করতে হবে।

— মোঃ [illegible] মিয়া (বাসু)